গাংনীতে মসজিদের ইমামদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও সভাপতিদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১টায় তেতুলবাড়িয়া বাজারে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় ইমাম সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক সিরাজুম মনির।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন মো. মাহাফুজুর রহমান।

অস্বচ্ছল ইমামদের বিনাসুদে “কর্জে হাসানা ঋণদান প্রকল্প” চালুর মাধ্যমে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের সাবলম্বী করা এবং সমাজের দুস্থ মানুষকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগের বিষয়ে আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের আয়োজক পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক ও ইমাম সমিতির উপদেষ্টা মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ইমাম সমিতির উপদেষ্টা শিক্ষক মো. রমজান আলীসহ অন্যান্য ইমামগণ।

এসময় বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি, শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
মতবিনিময় শেষে অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ করা হয়।

কমিটি গঠনে আর্থিক লেনদেন

প্রমাণ করতে পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেব

মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির কমিটি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা ও বানোয়াট দাবি করে পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ।

আজ শনিবার সদর উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে আয়োজিত এ সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তিনি।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে ওয়ার্ডস্তরের নেতাকর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে জাফরুল্লাহকে সভাপতি ও রবিউল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৬ সদস্যবিশিষ্ট আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়।

গত ৫ ডিসেম্বর সকাল আনুমানিক ১১টায় মেহেরপুর প্রেসক্লাবে আওয়ামী লীগের সাবেক এমপির জামাই পরিচয়দানকারী আসিফুল হক মজনু কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মনোনীত হতে না পেরে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য উপস্থাপন করে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি ওই সংবাদ সম্মেলনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

তিনি অভিযোগ করেন, মজনু একজন অসৎ চরিত্রের লোক এবং বিভিন্ন অবৈধ কর্মকাণ্ড ও নারী কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত। এসব কারণে ইউনিয়নবাসী তাকে কোনো দায়িত্বে দেখতে চান না।

তিনি আরও বলেন, সে যে আর্থিক লেনদেনের কথা বলছে তা ভিত্তিহীন। তার সঙ্গে আমার কোনো অর্থনৈতিক সম্পর্ক নেই। যদি সে প্রমাণ করতে পারে, তাহলে আমি নিজেই তার দাবিকৃত সব টাকা ফেরত দেব এবং রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেব।

তিনি মিথ্যা বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলেন, আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনকে কলঙ্কিত করার হীন চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ধরনের অপপ্রচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মিলনমেলা

৫৪তম মেহেরপুর জেলা মুক্ত দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকাল ১০টার দিকে কমিউনিটি সেন্টারের সামনে থেকে র্যালিটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক আহমেদ খান।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ নুরুল ইসলাম ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল্লাহ হিল সাফি।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবেছ উদ্দিন।

র্যালি ও মিলনমেলায় মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের অসংখ্য সদস্য অংশ নেন। পরিবেশ ছিল উৎসবমুখর ও স্মৃতিময়।

নানা আয়োজনে মেহেরপুর মুক্ত দিবস পালিত

আজ ৬ ডিসেম্বর, মেহেরপুর মুক্ত দিবস। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে দিনটি। এ উপলক্ষে শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক, মুক্তিযোদ্ধাগণ, পুলিশ প্রশাসনসহ বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহীদ স্মৃতিতে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়সহ জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা পুষ্পস্তবক অর্পণে অংশ নেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া-মোনাজাত করা হয়। পরে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের নেতৃত্বে কমিউনিটি সেন্টারের সামনে থেকে র্যালিটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আজ ‘মেহেরপুর মুক্ত’ দিবস

আজ ৬ ডিসেম্বর। ‘মেহেরপুর মুক্ত’ দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর হানাদার মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা হামলায় দিক—বিদিক হারিয়ে পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর শেষ দলটি ৫ ডিসেম্বর বিকেল থেকে গোপনে মেহেরপুর ছাড়তে থাকে। পরের দিন ৬ ডিসেম্বর রাজনৈতিক মর্যাদাপুর্ণ মেহেরপুর জেলা হানাদার মুক্ত হয়।

২ ডিসেম্বর গাংনী হানাদার মুক্ত হলে শিকারপুরে (ভারত) অবস্থিত

মুক্তি বাহিনীর এ্যাকশন ক্যো¤পর ক্যাপ্টেন তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমা প্রশাসক (এসডিও) তৌফিক ইলাহী চৌধুরী হাটবোয়ালিয়ায় এসে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেন। মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সম্মিলিত ভাবে ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুরে প্রবেশ করে। সীমান্তে পাকবাহিনীর পুঁতে রাখা অসংখ্য মাইন অপসারনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর পুরোপুরি ভাবে হানাদার মুক্ত হয় ৬ ডিসেম্বর। ঐদিন মেহেপুরের জনসাধারণ এবং আপামর মুক্তিযোদ্ধারা সর্বস্তরের লোক একযোগে রাস্তায় নেমে পড়ে আনন্দে উল্লাসিত হয় এবং মিষ্টি মুখ করে উল্লাসে মন প্রফুল্ল হয়।

এদিকে, মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ। সকাল সাড়ে ৮টায় মেহেপেুর সরকোরি কলেজ মোড়ে অবস্থিত স্মুতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

টাকা নিয়েও সভাপতি না করার অভিযোগ বিএনপি নেতা ফয়েজের বিরুদ্ধে

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদের বিরুদ্ধে কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র কমিটির গঠনে অর্থ বিনিময়ের অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ তোলেন সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি প্রার্থী আছিফুল হক মজনু।

সংবাদ সম্মেলনে আছিফুল হক মজনু অভিযোগ করে বলেন, কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতির পদ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিভিন্ন সময় তার কাছ থেকে সর্বমোট প্রায় ১১ লাখ টাকা নিয়েছেন ফয়েজ মোহাম্মদ।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুর পৌর কলেজের প্রভাষক ও মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির বিতর্কিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ আমার সাথে সাত লক্ষ তিন হাজার টাকা খেয়ে খায়েশ না মিটলে ২৯/১১/২৫ ইং তারিখে রাত ১০.৩০ মিনিটে মনোহরপুর গ্রামের জাফর উল্লাহকে সভাপতি দিয়ে ফেসবুকের মাধ্যমে অবৈধভাবে কমিটি ঘোষণা করেন। কুতুবপুর ইউনিয়নের ০৯টি ওয়ার্ডের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা সুপার ফাইভ কাউকেই না ডেকে বিএনপির বিতর্কিত কমিটি ঘোষণা করেন। ২৯/১১/২৫ ইং তারিখে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন, সারা দেশের মানুষ যখন দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে ব্যস্ত তখন উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ কমিটি ঘোষণা করেন। এটা আমাদের বিএনপির জন্য লজ্জাজনক। আর কত টাকা বেশি পেয়েছিলেন, তা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানতে চাই।

আমি বারবার উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে বলেছিলাম যে ভোটের মাধ্যমে ইউনিয়ন সভাপতি নির্বাচিত করতে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত ০৯টি ওয়ার্ডের সুপার ফাইভ ও তৃণমূলের মতামত নিয়ে ভোটের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ফয়েজ মোহাম্মদ বিষয়টি আমলে না নিয়ে অবৈধভাবে কমিটি ঘোষণা করেছেন।

টাকার বিনিময়ে দেওয়া এই অযোগ্য কমিটি বাতিল করা এবং এই বিতর্কিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে অব্যাহতি বা বহিষ্কার করে সদর উপজেলা বিএনপি কমিটিকে বাঁচানোর জন্য জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

তিনি জানান, এক দিনেই পদ দেওয়ার নাম করে ৩ লাখ টাকা নেয়। পরে আপেল নামের একজনের উপস্থিতিতে ফয়েজ মোহাম্মদের ঘরে ৫০ হাজার টাকা দিই, যার সাক্ষীও রয়েছে। এরপর সভাপতি হওয়ার পর আমাকে সভাপতি করবেন বলে আরও ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা নেন।

তিনি দাবি করেন, বারবার অর্থ নেওয়ার পরও ২৯ নভেম্বর রাতে মনোহরপুর গ্রামের জাফর উল্লাহকে সভাপতি করে কমিটি ঘোষণা করেন ফয়েজ মোহাম্মদ। কাউন্সিলের মাধ্যমে কমিটি গঠনের কথা থাকলেও কোনও তৃণমূল নেতাকর্মীর সঙ্গে পরামর্শ না করেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কমিটি প্রকাশ করা হয়।

আছিফুল হক মজনু অভিযোগ বলেন, হামলা-মামলার শিকার হয়েছি। কিন্তু বিনিময়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। নিঃস্ব হয়েছি।

সংবাদ সম্মেলন থেকে তিনি অনতিবিলম্বে ঘোষিত কমিটি বাতিল ও ফয়েজ

মোহাম্মদের সভাপতির পদ প্রত্যাহারসহ তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহম্মদ বলেন, টাকা-পয়সা লেনদেন করে কমিটি গঠনের সঙ্গে আমার ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই। যদি এটাকে প্রমাণ করতে পারে, আমি রাজনীতি থেকে ইস্তফা দেব। সে ওয়ার্ড সভাপতি প্রার্থী ছিল এরকম আরও তিনজন প্রার্থী ছিল। আওয়ামী লীগের যে এমপি ছিলেন, কামারুল, তার জামাই হিসেবে তার সঙ্গে ছবিও আছে। সে ওই পরিচয়ে এর আগে মানুষের জমি দখল করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল, এমনকি নারী কেলেঙ্কারিতেও জড়িত ছিল বলে জানতে পারি। কমিটি দেওয়ার সময় ওয়ার্ড সভাপতিসহ বিভিন্নজনের মতামত নিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ তাকে সমর্থন করেনি। সে কারণেই তাকে সভাপতি করা সম্ভব হয়নি।

ফয়েজ আরও বলেন, সব ইউনিয়নেই কমিটি হয়ে গেছে, কুতুবপুর ইউনিয়নের হয়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া যাচ্ছে না, এজন্যই মোটামুটি ওয়ার্ড সভাপতিদের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি করা হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষেরই একই কথা ছিল যারা ১৭ বছর রাজপথে ছিল, তাদের কমিটিতে রাখা। সেজন্য তাকে সভাপতি করেছি সে ১৭ বছর রাজপথে ছিল, যুবদলের নেতা ছিল।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, এই ঘটনাটা আমার মনে হয় না সত্য। কারণ এটা যদি হতো, তাহলে আগেই জানতে পারতাম। কমিটি হয়তো অন্য জায়গায় গেছে, সে কারণে হয়তো এমন অপপ্রচার করছে। আমি তাদের বলেছিলাম মিল্টন ভাই এসেছেন, তোমরা অভিযোগ দিছো, আমি আছি, মিল্টন ভাই আছেন, নেতারা সবাই আছেন, তোমরা আসো। কিন্তু ওরা কেউ আসেনি। অভিযোগ দিছে, আমি ডাকলাম তাহলে আসবে না কেন? অভিযোগ আমাদের কাছে আগে দেবে, সাংবাদিকদের কাছে দেবে কেন? জেলা বিএনপি কারোর কাছ থেকে এক কাপ চা খেয়ে কমিটি দিয়েছে এমন কোনো নিদর্শন নেই। এক কাপ চা খেয়ে কমিটি দেওয়া হয়নি, ৭ লাখ ৮ লাখ তো দূরের কথা। পুরো বিষয়টাই বানোয়াট।

এদিকে, সংবাদ সম্মেলনের জের ধরে গতকাল সন্ধ্যায় অভিযোগকারীর বাড়িতে ইট-পাটকেল ছোড়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া-মাহফিল

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে বিকেল ৫টায় আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর স্কুল মাঠে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, “দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছেন। তাঁর দ্রুত সুস্থতা ও রোগমুক্তির জন্য দেশের সর্বস্তরের জনগণের কাছে আন্তরিক দোয়া কামনা করছি।” তারা আরও বলেন, বেগম জিয়ার সুস্থতাই এখন দলের সবচেয়ে বড় প্রার্থনা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপ’র সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ ও ওমর ফারুক লিটন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, আমদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেনসহ জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মোনাজাত শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর হোটেল বাজারে গিয়াস

মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের নতুন শাখার উদ্বোধন

মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান গিয়াস মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হোটেল বাজার শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে ফিতা কেটে ও কেক কেটে শাখার উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মরহুম গিয়াস উদ্দিনের সহধর্মিণী হাজী আছিয়া খাতুন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজ উদ্দিন খান, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু এবং ব্যবসায়ী নেতা আলমগীর বাদশা শিল্টনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনের পর কেক কাটা ও প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ধরে রাখা এই মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের নতুন শাখা চালু হওয়ায় স্থানীয়দের মাঝে আনন্দ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে।

মেহেরপুরে দরিদ্রদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া, আমদহ শিশু বাগানপাড়া ও বামনপাড়া আশ্রয়ন প্রকল্পের অসহায় মানুষের মাঝে শীত নিবারণে প্রায় ২০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এসব কম্বল বিতরণ করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম। বিতরণ কার্যক্রমে নেজারত ডেপুটি কালেক্টর,

সদর উপজেলা পিআইও সাইদুর রহমান ও ভূমি অফিসের স্টাফরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে প্রাথমিকে বার্ষিক পরীক্ষা চলাকালীন সহকারী শিক্ষকদের আন্দোলন

যেখানে ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা এক বছরের অনুশীলনের পর বসেছে বার্ষিক পরীক্ষায়, সেখানে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা চলাকালীন মুজিবনগর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা উচ্চমান গ্রেডের দাবিতে আন্দোলন করছেন।

এদিকে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা পরিচালনা করছেন প্রধান শিক্ষক ও স্কুলের দপ্তরী। যেখানে সহকারী শিক্ষক দিয়ে পরীক্ষা পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়ছে, সেখানে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে পরীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে।

১০ম গ্রেডে বেতনসহ তিন দফা দাবিতে সহকারী শিক্ষকরা প্রধান উপদেষ্টা বরাবর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে সকাল থেকেই উপজেলা পরিষদ চত্বরে কর্মবিরতি করছেন।

এদিকে বার্ষিক পরীক্ষা চললেও শিক্ষকদের এ কর্মসূচির কারণে পরীক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীর ক্ষতির আশঙ্কা করছেন অভিভাবকরা। শিক্ষা কার্যক্রমে বিরতি পড়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।

সকালে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, একাধিক শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষা চলছে। প্রধান শিক্ষকরা একা সামলাতে না পেরে কিছু ক্লাসে দপ্তরী বসিয়ে রাখছেন, কিছু ক্লাসে অভিভাবকদের বসিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করছেন।

মুজিবনগর উপজেলার কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করেছেন, দাবি-দাওয়ার নামে শিক্ষকদের হঠাৎ কর্মবিরতি পুরোপুরি শিক্ষার্থীদের ‘জিম্মি’

করে ফেলেছে। পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষকরা না থাকায় শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

আন্দোলনরত সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলাম জানান, সরকারের পূর্ব ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি না থাকায় তারা বাধ্য হয়ে কঠোর কর্মসূচি নিয়েছেন। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে দশম গ্রেডে বেতন প্রদান পদোন্নতি কাঠামো পুনর্বিন্যাস, সহকারী শিক্ষকদের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত দায়িত্ব কমানো, বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে থাকা প্রধান শিক্ষকরা সবচেয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছেন।

ভবরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম ফারুক বলেন, সহকারী শিক্ষকরা না থাকায় নিজেকেই পরীক্ষা পরিচালনা করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে সমস্যা হলে কিছু ক্লাসে দপ্তরী এবং কিছু ক্লাসে অভিভাবক বসিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছি। যত কষ্টই হোক, পরীক্ষা শেষ করাতে হবে।

মুজিবনগর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান জানান, মুজিবনগর উপজেলায় ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলছে। সহকারী শিক্ষকরা আন্দোলন করায় প্রধান শিক্ষকদের একলার পক্ষে পরীক্ষা পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তারপরও শিক্ষার্থীরা যাতে পরীক্ষা দিতে সমস্যা না হয়, সেই বিষয়ে আমরা উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে প্রতিনিয়ত স্কুলগুলোতে খেয়াল রাখছি।